24 JAN 2017

লে. কর্নেল আ. আলীম চৌধুরী ▷

পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরির জন্য ভালো ফল অর্জনকারী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এমন ৪৯ জন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। জোন কর্তৃক আয়োজিত আন্তস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা এই এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগিয়েছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত ও গরিব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদান জোনের একটি চলমান কার্যক্রম। পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে লংগদু সেনা জোন সরকারের উন্নয়নমুখী শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। এটি যেকোনো জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি। আধুনিক ও সুশিক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে একটি জাতিকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভিত্তি তৈরি করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগই তৈরি করতে পারে শিক্ষার অগ্রগতি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ। বর্তমান সরকার এরই মধ্যে শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে ও নিচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সরকারের উন্নয়নমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি শৃঙ্খলা, নৈতিক শিক্ষা, অসাম্প্রদায়িকতা জাগ্রতকরণ, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রেষণা প্রদান করে আসছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবধর্মী ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। অন্যান্য সেনানিবাসের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াতে দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু এমনই একটি থানা, যেখানে লংগদু জোন গোড়াপত্তন করেছে দুটি স্কুলের। ইয়ারাংছড়ি সেনামৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয় ও কালাপাকুইজ্জা সেনামৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয় নামে ওই স্কুল দুটি তাদের শৈশব ও কৈশোর পার করে যৌবনে পদার্পণ করে আপন মহিমায় ঊর্ধ্বপানে অগ্রসরমাণ।

কাপ্তাই হ্রদের অববাহিকায় ছোট-বড় টিলাবেষ্টিত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত একটি জনপদের নাম কালাপাকুইজ্জা। শুধু একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার স্বপ্ন দেখত না। কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকারই ছিল ওই সব শিশুর নিয়তি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে ওই সময়ের জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো. জাহাঙ্গীর হোসেন পিএসসি ১৯৯৫ সালে চারজন শিক্ষক ও ১০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'কালাপাকুইজ্জা সেনামৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয়'। উল্লেখ্য, তৎকালীন সাবজোন কমান্ডার মেজর মো. ফারুকুল ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন, যা এলাকাবাসীর মানসপটে আজও নক্ষত্রের মতো দীপ্তমান। ২০০৩ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙামাটি কর্তৃক একটি পাকা প্রশাসনিক ভবন তৈরির মাধ্যমে বিদ্যালয়টির অগ্রযাত্রা বেগবান করেছে। এ পর্যন্ত ওই বিদ্যালয় থেকে মোট ৮০০ শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন নামকরা বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ২৪০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে বিদ্যালয়টিকে দশম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। লংগদু জোন কর্তৃক আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ওই বিদ্যালয়সংলগ্ন নতুনভাবে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল চালু করার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, যা এলাকার কচিকাঁচা শিশুদের স্বপ্নপূরণে নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটাবে বলে আশা করা যায়।

মাইনী নদীর কোল ঘেঁষে ও সুউচ্চ পাহাড়ঘেরা এক নৈসর্গিক জনপদের নাম ইয়ারাংছড়ি। বাঙালি ও পাহাড়ি উভয় শ্রেণির মানুষের সহাবস্থান এখানে। মানসম্মত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় এবং যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় বেশির ভাগ শিশু শিক্ষার মতো একটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ওই সময়ের জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো. সিদ্দিকুল আলম শিকদার পিএসসি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। ২০০০ সালে লংগদু জোনের উদ্যোগে ছয়জন শিক্ষক, একজন অফিস সহকারী, একজন দপ্তরি (এমএলএসএস), ১২ জন ছাত্র ও একজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে 'ইয়ারাংছড়ি সেনামৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয়'। প্রাথমিকভাবে লংগদু সেনা জোন কর্তৃক বিদ্যালয়টির অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এলাকাবাসীও তাদের সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। জোন কর্তৃক অদ্যাবধি শিক্ষকদের বেতন বাবদ মাসে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। ২০০৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙামাটি একটি অর্ধপাকা টিনের ঘর এবং ২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙামাটি দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন তৈরির মাধ্যমে বিদ্যালয়টির অগ্রযাত্রা বেগবান করেছে। এ পর্যন্ত এই বিদ্যালয় থেকে মোট ২৫০ জন শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন নামকরা বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ১০২ জন পাহাড়ি ও ৮৬ জন বাঙালি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার জন্য সব ধরনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি লংগদু সেনা জোন বাস্তবধর্মী ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে রেখেছে বিশেষ অবদান। লংগদু জোন সদরে অবস্থিত 'কমিউনিটি কম্পিউটার এবং সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলাকার শিক্ষার্থীদের Basic Computer Knowledge এবং দুস্থ মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪৯ জনকে শিক্ষা প্রদানসহ সনদপত্র দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর কম্পিউটার সেন্টারটির কলেবর বৃদ্ধিসহ এর একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে এটিকে ওই এলাকার অন্যতম প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়েছে, যেখানে নতুনভাবে উচ্চগতিসম্পন্ন (Hi Speed) ইন্টারনেট সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন ২৪ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থী ও একই সঙ্গে ১৬ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এ ছাড়া লংগদুর মাইনীমুখে লংগদু জোন কর্তৃক অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'মাইনীমুখ সেনামৈত্রী আদর্শ বিদ্যালয়' নামে একটি নতুন বিদ্যালয় চালুর সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বহুল আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়টি এই এলাকার শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এ ছাড়া শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরির জন্য ভালো ফল অর্জনকারী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এমন ৪৯ জন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। জোন কর্তৃক আয়োজিত আন্তস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা এই এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগিয়েছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত ও গরিব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদান জোনের একটি চলমান কার্যক্রম। পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে লংগদু সেনা জোন সরকারের উন্নয়নমুখী শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

লেখক : অধিনায়ক, ২ ই বেঙ্গল